**বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল**

**ক্লাউড সার্ভিস**

**ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি**

**চুক্তি নং-**

|  |  |
| --- | --- |
| প্রথম পক্ষ | বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ (সরকারি ক্লাউড সেবা প্রদানকারী) |
|  | এবং |
| দ্বিতীয় পক্ষ | ক্লাউড সেবা গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাঃ-  (অতঃপর এই সমঝোতা স্মারকে ‘দ্বিতীয় পক্ষ’ বলে অভিহিত হবে, যা প্রসঙ্গের সঙ্গে অসামঞ্জ্যস্যপূর্ণ না হলে, উহার আইনগত প্রতিনিধি বা মনোনীত ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত কবে) |

এই “ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি” টি অদ্য \_\_\_\_\_\_\_\_\_দিন/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_মাস/\_\_\_\_\_\_\_\_খ্রিষ্টাব্দ তারিখে উপরিউল্লিখিত পক্ষসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত শর্তাবলি অনুযায়ী স্বাক্ষরিত হলো।

উপরিউক্ত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত এই ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির উদ্দেশ্য হলো, সরকারি ক্লাউড সেবা ব্যবহার করার জন্য এই চুক্তিপত্রে উল্লিখিত সাধারণ শর্তাবলি এবং পরিশিষ্ট-১ এ সংযুক্ত সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট (SLA)-এর ওপর উভয় পক্ষের সম্মতি প্রদান। এই ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তিটি প্রথম পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সকল ক্লাউড সেবার জন্য প্রযোজ্য হবে। ক্লাউড সেবা ব্যতীত জাতীয় ডাটা সেন্টারের অন্যান্য সেবা এই চুক্তির আওতার বাইরে থাকবে।

এই ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি অনুযায়ী সরকারি ক্লাউড সেবা প্রদানকারী ও গ্রাহক নিম্নোক্ত শর্তাবলি প্রতিপালন করবে:

**০১. ক্লাউড সেবা প্রদানের জন্য সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলির বৈধতা এবং সংশোধন:**

১.১ প্রথম পক্ষ এবং দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে সকল বিষয়াদি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত আইন ও বিধি, এই চুক্তি, চুক্তিতে উল্লিখিত সাধারণ শর্তাবলি এবং সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট (SLA) দ্বারা পরিচালিত হবে;

১.২ নতুন সরকারি আইন বা বিধির প্রবর্তন অথবা বিদ্যমান আইন বা বিধির পরিমার্জন অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অথবা সেবার প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বা পরিবর্তন অথবা অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রথম পক্ষ এককভাবে দ্বিতীয় পক্ষকে পর্যাপ্ত সময় প্রদান ও অবহিতকরণ এবং সম্মতি সাপেক্ষে চুক্তির শর্তাবলি পরিবর্তন করতে পারবে; এবং

১.৩ গ্রাহকের সঙ্গে সম্পাদিত বিদ্যমান চুক্তির শর্তাবলি সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষ অন্তত ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে দ্বিতীয় পক্ষকে অবহিত করবে।

**০২. উভয় পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ:**

২.১ সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট (SLA)-এ উল্লিখিত যোগাযোগ-সংক্রান্ত তথ্য উভয় পক্ষ অনুসরণ করবে;

২.২ উভয় পক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে টেলিফোন বা ই-মেইল বা লিখিতরূপে যোগাযোগ করবে।

**০৩. চুক্তির পরিসমাপ্তি :**

দ্বিতীয় পক্ষ ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে দাপ্তরিক নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে এই চুক্তি বাতিল করতে পারবে।

একইভাবে, প্রথম পক্ষও নিম্নলিখিত কারণে দ্বিতীয় পক্ষকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে বিদ্যমান চুক্তি ও প্রদানকৃত সেবা বাতিল করতে পারবে যদি-

৩.১ চুক্তিতে উল্লিখিত শর্তাবলি মেনে চলতে ব্যর্থ হন;

৩.২ তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের কারণে ম্যালওয়্যার, ভাইরাস, ম্যালিসিয়াস কোড ইত্যাদি উদ্ভূত হয়;

৩.৩ তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ইনবাউন্ড বা আউটবাউন্ড DDoS ট্র্যাফিক তৈরি করে;

৩.৪ তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম অপ্রত্যাশিতভাবে বিপুল পরিমাণ ট্র্যাফিক তৈরি করে;

৩.৫ তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম জাতীয় ডেটা সেন্টারের অন্য কোনো সেবাকে বাধাগ্রস্ত করে;

উল্লেখ্য, চুক্তি ও সেবা সমাপ্তির পরে তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম; তথ্যের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য দ্বিতীয় পক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

**০৪. বিলিং এবং মিটারিং :**

জাতীয় ডাটা সেন্টার থেকে বরাদ্দকৃত রিসোর্স/সেবার জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সার্ভিস ফি অনুযায়ী গ্রাহকের নিকট থেকে মাসিক ভিত্তিতে ফি আদায় করা হবে (দ্রষ্টব্য:পরিশিষ্ট ০২ - সার্ভিস ফি-সংক্রান্ত তফসিল)।

**০৫. পক্ষদ্বয়ের স্বত্ব ও দায়িত্বাবলি:**

**৫.১ দ্বিতীয় পক্ষের স্বত্ব:**

সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী এবং উক্ত চুক্তির আওতায় বিদ্যমান সকল সেবা গ্রহণে দ্বিতীয় পক্ষ এখতিয়ার সংরক্ষণ করেন।

**৫.২ দ্বিতীয় পক্ষের দায়িত্বাবলি:**

৫.২.১ দ্বিতীয় পক্ষ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত প্রাসঙ্গিক আইন, বিধি, নীতিমালা ও গাইডলাইন (যেমন: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬, তথ্য নিরাপত্তা নীতিমালা গাইডলাইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮, ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা ২০২০ ইত্যাদি) মেনে চলবে;

৫.২.২ ব্যবহৃত সকল অ্যাপ্লিকেশন এবং অপারেটিং সিস্টেমের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সঠিকভাবে লাইসেন্স গ্রহণ করবে;

৫.২.৩ যেকোনো ধরনের সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি থেকে তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ও প্রথম পক্ষ কর্তৃক প্রদানকৃত রিসোর্সসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৫.২.৪ প্রথম পক্ষ কর্তৃক প্রদানকৃত রিসোর্সসমূহে কোনো আইন বহির্ভূত ডিজিটাল কন্টেন্ট হোস্ট করা যাবে না;

৫.২.৫ জাতীয় ডাটা সেন্টারের যেকোনো সিস্টেমের স্থিতিশীলতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনো নেটওয়ার্ক পোর্ট খোলা রাখা যাবে না;

৫.২.৬ তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ও জাতীয় ডাটা সেন্টারের জন্য ক্ষতিকারক কোনো অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করা যাবে না;

৫.২.৭ জাতীয় ডাটা সেন্টারের সেবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে চুক্তিতে উল্লিখিত শর্তাবলি, সাধারণ নিয়মাবলি, প্রচলিত আইন এবং তথ্য নিরাপত্তা-সংক্রান্ত স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করবে;

৫.২.৮ জাতীয় ডাটা সেন্টারের সেবাসমূহ ব্যবহার করার সময়, উক্ত সেবা বা সেবাসমূহ বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোনো কার্যক্রম বাস্তবায়ন থেকে নিবৃত্ত থাকবে;

৫.২..৯ ডিফল্ট বা দুর্বল পাসওয়ার্ড ব্যবহার পরিহারসহ তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারের নির্দেশনা অনুসরণ করবে;

৫.২.১০ উভয়পক্ষের লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রথম পক্ষ প্রদত্ত সেবা বা সেবার কোনো অংশ বিক্রয়, হস্তান্তর বা সরকারি সিস্টেম পরিচালনা ব্যতীত ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে সেবা ব্যবহার বা ব্যবহারকারীর অনুকূলে চুক্তির আওতায় প্রদত্ত লাইসেন্সসহ স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারবে না;

৫.২.১১ তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে তথ্য আদান-প্রদানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুসরণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লিগ্যাল কমপ্লায়েন্স ও কপিরাইট নিশ্চিতকরণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ, ইত্যাদি; এবং

৫.২.১২ তথ্যের ব্যাকআপ ও ডেটাবেইসের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ বিষয়ে প্রয়োজন হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের সহায়তা গ্রহণ করা।

৫.৩ **প্রথম পক্ষের স্বত্ব ও দায়িত্বাবলি**:

৫.৩.১ প্রথম পক্ষ সরকারের জাতীয় ডাটা সেন্টার এর সেবা প্রদানকারী হিসেবে চুক্তির আওতাভুক্ত সেবা পরিশিষ্ট-১ এ সংযুক্ত সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট (SLA)-অনুসারে প্রদান করবে।

৫.৩.২ দ্বিতীয় পক্ষ চুক্তির শর্তাবলি লঙ্ঘন করলে বা দ্বিতীয় পক্ষের সিস্টেমের কারণে জাতীয় ডাটা সেন্টারে অস্বাভাবিক ট্র্যাফিক প্রবাহ পরিলক্ষিত হলে বা ডাটা সেন্টারের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি পরিলক্ষিত হলে দ্বিতীয় পক্ষের সেবা তাৎক্ষণিকভাবে সীমিত বা স্থগিত করতে পারবে এরুপ ক্ষেএে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবগত করবে;

৫.৩.৩ অন্য কোনো কারণে জাতীয় ডেটা সেন্টারে বড় ধরনের তথ্য নিরাপত্তার ঝুঁকি দেখা দিলে বা নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত সমস্যা উদ্ভূত হলে, তা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের সেবা বা নিজস্ব সেবা অবিলম্বে স্থগিত বা সীমিত (restrict) করতে পারবে;

৫.৩.৪ প্রদত্ত সেবা ব্যবহারকালীন গ্রাহক বা গ্রাহকের সাথে চুক্তিবদ্ধ ব্যবহারকারী বা তৃতীয় পক্ষ দ্বারা চুক্তি বহির্ভূত বা অন্য কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত কার্যক্রমের জন্য গ্রাহকের তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রথম পক্ষ দায়ী থাকবে না;

৫.৩.৫ প্রদত্ত সেবা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা গ্রহণে যদি দ্বিতীয় পক্ষ এককভাবে কোনো তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং তৃতীয় পক্ষের কোনো ত্রুটিপূর্ণ কাজের জন্য উক্ত সেবা বিঘ্নিত হলে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে না;

৫.৩.৬ দ্বিতীয় পক্ষ এবং তৃতীয় কোনো পক্ষের মধ্যকার মতপার্থক্যের কারণে তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম বিঘ্নিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রথম পক্ষ দায়ী থাকবে না।

৫.৩.৭ এ ছাড়াও নিম্নলিখিত কারণে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের কোনো সেবার ক্ষতির জন্য দায়ী থাকবে না:

৫.৩.৭.১ প্রথম পক্ষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো বৈদ্যুতিক গোলযোগ দেখা দিলে;

৫.৩.৭.২ কোনো অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি যা **উভয়পক্ষের** কাছে অপরিচিত, এক্ষেত্রে উক্ত ঝুঁকি প্রশমনে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রথম পক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে;

৫.৩.৭.৩ নিয়ন্ত্রণাধীন নয় এমন ইন্টারনেট সংযোগ (ডাটা সংযোগ প্রদানকারীসহ) বিকল হলে;

৫.৩.৭.৪ নির্বাচিত সেবাটি দ্বিতীয় পক্ষের প্রয়োজনের উপযুক্ত না হলে;

৫.৩.৭.৫ সাংগঠনিক, ভৌত এবং তথ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে দ্বিতীয় পক্ষের ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হলে;

৫.৩.৭.৬ অন্য কোনো অবস্থা যা প্রথম পক্ষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত বলে পরিগণিত হলে।

৫.৩.৮ প্রথম পক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনো পরিস্থিতি (যেমন: গ্রাহকের তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের উপর আক্রমণ) যা প্রথম পক্ষের অন্যান্য গ্রাহকের সেবাকে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গৃহীত ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা না গেলে, উক্ত সেবাটি সীমিত বা স্থগিত করা যাবে।

**০৬. উপাত্ত সুরক্ষা ও গোপনীয়তা :**

৬.১ উভয় পক্ষই এই চুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত ও চুক্তি বাস্তবায়নে উভয় পক্ষের মধ্যে আদান প্রদানকৃত তথ্যসহ গুরুত্বপূর্ণ দাপ্তরিক তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করবে। তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছে তথ্য প্রকাশ করার ফলে অন্য কারো ক্ষতি হতে পারে এমন তথ্যেরও গোপনীয়তা পক্ষদ্বয় নিশ্চিত করবে।

৬.২ দ্বিতীয় পক্ষের তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের তথ্য ও উপাত্ত দ্বিতীয় পক্ষের নিজস্ব সম্পদ। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক পরিচালিত তথ্য ও উপাত্তের ওপর প্রথম পক্ষের কোনো স্বত্বাধিকার থাকবে না।

**০৭. অনিবার্য পরিস্থিতিতে করণীয় :**

অনিবার্য কোনো পরিস্থিতির কারণে উভয় পক্ষ তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব সম্পাদনে ব্যর্থ বা বিলম্বিত হলেও তা এ চুক্তির লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হবে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ইত্যাদি পরিস্থিতিতে সম্পাদিত চুক্তির বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব হলে তা অনিবার্য পরিস্থিতি হিসেবে গণ্য হবে। উল্লেখ্য, অনিবার্য পরিস্থিতির ক্ষেত্রেও উভয় পক্ষ তাদের চুক্তির বাধ্যবাধকতা মেনে চলার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

**০৮. স্বত্বত্যাগ:**

এই চুক্তিতে উল্লেখ নেই এমন কোনো পরিস্থিতির ফলে উদ্ভূত ক্ষতির জন্য কোনো পক্ষ দায়ী থাকবে না।

**০৯. বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া:**

৯.১ উভয়পক্ষ চুক্তি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কোনো বিরোধ উদ্ভূত হলে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৯.২ অনুচ্ছেদ ৯.১-এর অধীনে বিরোধ নিষ্পত্তি না হলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

এতদ্বার্থে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে, অন্যের বিনা প্ররোচনায় এই চুক্তিতে নির্ধারিত শর্তাবলি ও বাধ্যবাধকতাসমূহ পরিপালনে সম্মতি প্রদানসহ নিজ নিজ স্বাক্ষর সম্পাদন করলাম।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **প্রথম পক্ষ** |  | **দ্বিতীয় পক্ষ** |
| নামঃ |  | নামঃ |
| পদবীঃ |  | পদবীঃ |
| স্বাক্ষর ও সিল |  | স্বাক্ষর ও সিল |